R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/ 12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০১ বর্ষ
২৪শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৮ই কার্ত্তিক ১৪২১
৫ই নভেম্বর, ২০১৪
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

সভাপতির দায়িত্ব পেয়েই সংগঠনে জোর মান্নানের

জঙ্গিপুর : মুর্শিদাবাদ জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্ব পেয়েই সংগঠনে জোর দিচ্ছেন প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ মান্নান হোসেন। প্রথমে বুথস্তরে ন্যুনতম ৫ জন কর্মী নিয়ে বুথ কমিটি, তারপর অঞ্চল কমিটি এবং শেষে ব্লক কমিটি গঠন করবেন। নতুন জেলা কমিটি সংক্ষিপ্ত এবং বলিষ্ঠ বলে জানা যায়। জঙ্গিপুর লোকসভা ও মুর্শিদাবাদ লোকসভার সভাপতি যথাক্রমে ইমানি বিশ্বাস ও চাঁদ মহম্মদের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। বিভিন্ন ঘটনায় তাদের বিরুদ্ধে পার্টির কাছে বহু অভিযোগ নাকি জমা পড়েছে। সম্প্রতি বাসুদেবপুরে কংগ্রেসের পার্টি অফিস দখল করাকে কেন্দ্র করে এলাকায় যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে তাতেও নাকি ইমানির ভূমিকা সন্তোষজনক নয়। কয়েক মাস আগে মুর্শিদাবাদ জেলার ২৬টি ব্লকের ২২ জন সভাপতি বদল হয়েছে। বর্তমানে মান্নান প্রয়োজনে অযোগ্যদের সরিয়ে যোগ্য কর্মীদের ব্লক সভাপতি করে আবার রদবদল ঘটাচ্ছেন বলে জানান যায়। রঘুনাথগঞ্জ-১ এবং ২ ব্লকের সভাপতিও পরিবর্তন হচ্ছে। তাঁর অনুমোদনবিহীন বলে সভাপতিদের নিয়োগপত্র বাতিল করেছেন। পদে নূতন ও পুরাতন তৃণমূলীদের একসঙ্গে চলার বার্তা দিয়ে হুঁসিয়ারীও দিয়েছেন। রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের কানুপুর, দফরপুর, মির্জাপুর, জরুর অঞ্চলের বহু কংগ্রেস (শেষ পাতায়)

রান্নার সিলিণ্ডার বণ্টনে অব্যবস্থা চলছে লাগামহীন কালোবাজারি

নিজস্ব সংবাদদাতা : রান্নার সিলিণ্ডার সরবরাহ নিয়ে বর্তমানে একটা অরাজকতা চলছে রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহর এলাকায়। অন্যান্য শহরের মতো অন লাইনে গ্যাস বুকিং এখানেও চালু হয়েছে কয়েক মাস থেকে। বুকিং-এর পর ৪০ থেকে ৫০ দিন হাহুতাশ করে সিলিণ্ডার মিলছে এখন। এই সুযোগে ১২০০-১৩০০ টাকায় সিলিণ্ডার বিক্রী হচ্ছে শহর ও আশপাশ এলাকায়। এব্যাপারে খোঁজ নিতে ফোনে যোগাযোগ করলে প্রায় সময় আই.ও.সির ডিস্ট্রিবিউটর ফোন ধরেন না বলে অভিযোগ। সরকারী ঘোষণা মতো বছরে ১২টা ভর্তুকি সিলিণ্ডার প্রতি গ্রাহক পাবে বলে ঘোষণা করা হচ্ছে। অথচ একটা সিলিণ্ডার পেতে ৪০ থেকে ৪৫ দিন লাগছে। যে সব পরিবারের দুটো সিলিণ্ডার ভরসা তাদের শোচনীয় অবস্থা। জঙ্গিপুরের এক গ্রাহকের অভিযোগ--বর্তমানে সিলিণ্ডার বিলি নিয়ে চলছে লাগামহীন দুর্নীতি। ক্যাশমেমোর তারিখের দু'দিন পর আনেক গ্রাহক সিলিণ্ডার ডেলিভারী পাচ্ছেন। (শেষ পাতায়)

বহু প্রতীক্ষিত ইন্টারভিউ শেষ হলো

নিজস্ব সংবাদদাতা : বহু প্রতীক্ষিত ইন্টারভিউ জঙ্গিপুর পুরসভায় হয়ে গেল ২৮ ও ২৯ অক্টোবর। নির্দিষ্ট ৩১৫ জনের মধ্যে ২৯৫ জন প্রার্থী উপস্থিত হন। মোট আসন ২৮টি। দীর্ঘ ২০১২ থেকে এই চাকরীর নিয়োগ নিয়ে টালবাহানা চলছে। ডাইরেক্টর অব লোকাল বডিস-এর তত্ত্বাবধানে 'সি' গ্রুপের জন্য ৪ জন এবং 'ডি' গ্রুপের জন্য ৬ জন ইন্টারভিউ বডিতে ছিলেন। 'যোগ্য প্রার্থীদের নাম ৪ জন এবং ও নম্বর এ্যাপ্রুভ্যালের জন্য রাজ্য পুর দপ্তরে পাঠিয়ে দেয়া হবে।' এ খবর জানান পুরপিতা মোজাহারুল ইসলাম।

নির্যাতিতা গৃহবধূ টুম্পা আজও অবহেলায়

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিয়ের পর থেকে শ্বশুর বাড়ীতে নির্যাতিতা গৃহবধূ রঘুনাথগঞ্জ থানাপাড়ার বাসিন্দা কার্ত্তিক দাসের মেয়ে টুম্পা আজও কোন বিচার পাননি। টুম্পার করুণ আবেদন--গত অঘ্রাণে তার বিয়ে হয় জঙ্গিপুর বাবুবাজারের স্বর্ণশিল্পী তপন কুমার দাসের বড় ছেলে সুদর্শনের সাথে। বিয়ের আগে তার শ্বশুর ও শাশুড়ী কোন পণ লাগবে না জানিয়ে ছেলের বিয়ে দেন। কিন্তু বৌভাতের রাত থেকেই দেয়া-থোয়ার কথা তুলে শ্বশুরবাড়ীতে অশান্তি শুরু হয়। টুম্পার অভিযোগ, আমার শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী, ননদ, দেওর প্রত্যেকে আমার ওপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন শুরু করে। দু' বেলা ঠিকভাবে খেতে পর্যন্ত দিত না। আমার বাবার কাছ থেকে ২০,০০০ টাকা নিয়ে আসার জন্য ওরা প্রত্যেকে চাপ দিত। আমার গরীব বাবার (৩ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালায় থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই কার্ত্তিক, বুধবার, ১৪২১

।। অথ নিষ্ঠীবন কথা ।।

আমাদের চারিপাশের যে জগৎ, যেখানে আমারা বাস করি তাহার পরিচিতি হইল পরিবেশ। এই শব্দটি সাম্প্রতিককালে আরো ব্যপ্তি এবং ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে। এই পরিবেশ হইতে আমরা নিত্য সংগ্রহ করিয়া চলিয়াছি আমাদের জীবন ধারণের রসদ এবং রসায়ন। তাই পরিবেশ রক্ষা করিবার দায় এবং দায়িত্ব আমাদের সকলের এবং তাহা আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই। পৃথিবীর মাটি, জল, বাতাস নিয়তই আমদের লালন এবং রক্ষণ করিয়া চলিয়াছে। সৃষ্টির প্রথম প্রভাত হইতে তাহারা আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া আছে। সুস্থতা থাকার নামান্তর স্বাস্থ্য। পারিবেশিক সুস্থতা রক্ষার অর্থ জনস্বাস্থ্য রক্ষা। এই স্বার্থ রক্ষা আমাদের আত্মরক্ষার গরজে এবং প্রয়োজনে।

মানুষ, মনে হয় স্বভাবতই স্বার্থপর এবং কৃতঘ্ন। আবার নির্বোধ বটে। নিজের ক্ষতি করিয়া নির্বোধের আনন্দ বোধ করিয়া থাকে। ভুলিয়া যায় নিজের প্রতি যেমন, সমাজের অন্যজনের প্রতিওতাহাদের দায়িত্ব এবং দায়ভার রহিয়াছে। পরিবেশ তো কাহারও একার নহে। পরিবেশকে জঞ্জাল মুক্ত, দূষণ মুক্ত রাখিবার ইতিকর্ত্তব্য সকল মানুষের আছে--ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মূলতঃ সুস্থ এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ মানুষের জীবনরক্ষার বিশল্যকরণী। ভুলিলে চলিবেনা--মানুষের দায় হইতেছে মহামানবের দায়। কিন্তু বেদনার বিষয় মানুষ অন্ধভাবে দায় এড়াইয়া চলিতে চাহে। কিন্তু তাহা কি সম্ভব ? তপ্ত মরুভূমিতে বালুকারাশির মধ্যে উটের মত নাক মুখ ঢাকিবার চেষ্টা করিলে কি ঝড় ঝটিকার আঘাত হইতে তাহার আত্মপ্রাণ লাভ করা সম্ভব। আপন বসবাসের পরিবেশ পরিমণ্ডলকে যদি মানুষেরা অন্ধস্বার্থে দূষিত করিয়া থাকে--তাহার ফল তো তাহাদেরকেই ভোগ করিতে হইবে। মনে হয় জীবনের একটা মূল্য আছে, আছে মূল্যবোধ, তাহা আমরা মানুষেরা হারাইয়া ফেলিতেছি। সভ্য মানুষেরা বর্বরতা, স্বার্থপরতা আবার কোন ক্ষেত্রে অজ্ঞতা পৃথিবীকে ক্লেদাক্ত অপরিচ্ছন্ন অবাসযোগ্য করিয়া তুলিতেছে। স্বার্থ নিবিষ্ট মানুষ ইহার দ্বারা নিজের কবর নিজেই খুঁড়িয়া চলিয়াছে।

জনস্বাস্থ্য বলিয়া একটি কথা আছে। তাহাকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য সকল মানুষের। নিজেকে যেমন নিজের স্বাস্থ্য বিধি মানিয়া চলিতে হয়, তেমনি সমাজের স্বাস্থ্য বিধি বলিয়া কিছু কথা আছে, তাহাও মানিয়া চলিবার প্রয়োজন আছে। যেহেতু মানুষ সামাজিক জীব। তাই কিছু পাবলিক ন্যুস্যান্স বিষয়ে জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। আমাদের অনেক বদ্‌অভ্যাস আছে। আত্মসুখমগ্ন মানুষ আমরা তাহাকে লইয়া ভাবিনা। আমার কাজে অন্যের ক্ষতি হয় এমতচিন্তা আমরা করিনা অথবা করিতে পারিনা। ইহা অবশ্যই মূঢ়তা। সম্প্রতি রাজ্য সরকার মানুষের বিশেষ একটি বদ্‌অভ্যাসের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন এবং তাহার বিরুদ্ধে কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছেন বলিয়া খবরে প্রকাশ। রাস্তাঘাটে, যেখানে সেখানে নির্বিচারে থুথু ফেলার প্রবণতা এবং কদভ্যাস মানুষের এক রকম চরিত্রগত হইয়া উঠিয়াছে। ধূমপানের মত নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ--কদভ্যাস। তাহারা বাসে, হাসপাতালে, অফিসে, সিড়িঁতে, লিফ্‌টে, বিদ্যালয়ে, প্রেক্ষাগৃহে--এই রকম আরো কত জনবহুল জায়গায় আশালীনভাবে থুথু ফেলিয়া থাকে। সকল মানুষই সুস্থ নীরোগ দেহী নন। অনেকের থুথুর মধ্যে থাকিতে পারে নানা রকম সংক্রামক রোগের জীবাণু। তাহা শুকাইয়া গিয়া বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতে পারে এবং সুস্থ মানুষকেও সংক্রামিত করিতে পারে। যাহারা পানমশলা, কৈনী, গুটখা খান তাহাদের অনেকেই চলার পথে যত্র তত্র ঘন ঘন থুথু নিক্ষেপ করেন। যাহারা পান খাইয়া থাকেন তাহাদের অধিকাংশই পানের পিক্ অবলীলায় ফেলিয়া চলেন। তাহাদের নিক্ষেপিত থুথু অন্যের পোশাকে পড়িয়া তাহা কলঙ্কিত করিতে পারে সে কথা তাহাদের চেতনায় আসে না। এই ধরনের কদর্য অভ্যাস বন্ধের জন্য আইন আসিয়াছে। তাহা অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু আইন বড় কথা নয়, বড় কথা হল মানুষের সচেতনতা। সভ্য মানুষের এ জাতীয় অসভ্য আচরণের অভ্যাস যেমন করা দরকার, তেমনি বিশেষ বিশেষ স্থানে থুথু ফেলিবার জায়গাও নির্দ্দিষ্ট থাকা অব্যশক।

হেমন্ত

শীলভদ্র সান্যাল

ফ্যানের হাওয়াটা কি গায়ে হাল্‌কা শিরশিরানি কাঁপন দিচ্ছে ? ভোরের দিকটায় কি মনে হচ্ছে, গায়ে একটা পাতলা চাদর থাকলে ভাল হ'ত ? সূর্যদেব কি ক্রমশই হেলে পড়ছেন উত্তরের দিকে ? পার্কে যাবার রাস্তাটায় টুপটাপ ঝ'রে পড়ছে শিউলি ফুল ? অথবা, পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা বাজতে না-বাজতেই ঝুপ্ করে সন্ধে হ'য়ে যাচ্ছে ?

প্রকৃতির রাজ্যে এ-সব লক্ষণ প্রকট হ'য়ে উঠলে বুঝতে হবে, শীতের বেশি বাকি নেই আর। আকাশে-বাতাসে-তারই আগাম ইশারা।

এই তো সবে শারদীয়া উৎসব শেষ হল--আনন্দের জোয়ার সরে গেল বটে, তবু তার পরিশ্রম ও ধকল কাটিয়ে উঠে বাঙ্গালি এখনও তার ঘর ঠিকঠাক গুছিয়ে উঠতে পারেনি। আত্মীয় পরিজন যারা এসেছিল, তারা ফিরে গেছে যে-যার জায়গায়। শূন্য গৃহ কোণে সে-সব সুখ-স্মৃতির ঢেউ সামলে, বাঙ্গালিরা সবে ফিরতে শুরু করেছে তার চেনা ছকে, চেনা ছন্দে ; আর সেই ফাঁকে, শিউলি বকুলের গন্ধ গায়ে মেখে শীতের আগাম খবর নিয়ে এল যে--সে কিন্তু শীত নয়, সে হেমন্ত।

মাসটা যেহেতু কার্ত্তিক, তাই ঋতুচক্রের বিধান অনুযায়ী এখনই তাকে শীত বলার জো নেই, আবার শীত-শীত ভাবটাও প্রকৃতির গায়ে লেগে রয়েছে আলতো আদরের মতো, শীতের এই ভ্রান্তিবিলাস অভিমানটুকু নিয়েই (শেষ পাতায়)

শিশুরা মাতৃক্রোড়ে

সাধন দাস

(শিশুদিবস উপলক্ষে)

একবিংশ শতাব্দীর আজব দুনিয়ায় মাতৃগর্ভ থেকে যারা জন্ম নেয়, তারা এক অভিশপ্ত মানব সন্তান। বয়সের অঙ্কে তারা 'শিশু' হলেও 'শৈশব' কী--তারা জানতে পারে না কোনোদিনও। জন্মেই তারা পরিণত কিশোর--দ্রুতগতির জেটজীবনে পাল্লা দেওয়ার জন্য জামার আস্তিন গুটিয়েই তারা ভূমিষ্ঠ হয়। জন্মেই ছোট্ট পিঠের উপর তুলে নিতে হয় তার চেয়ে বেশি ওজনের স্কুল-ব্যাগ আর গোলাপী রঙের কচি কচি আঙুলগুলোকে সেট করে নিতে হয় কম্পিউটারের কী-বোর্ডের সঙ্গে। মাউস ক্লিক ক'রে পটাপট খুলে নিতে শিখতে হয় মডার্ণ দুনিয়ার নতুন রূপকথার জগতের অলৌকিক দরজাটাকে।

বাইরের অফুরন্ত খোলা আকাশ, স্নিগ্ধ সন্ধের মৃদু হাওয়া, নদীর কলতান, বনের সবুজ, রামধনুর বর্ণালী, ফুলে ফুলে প্রজাপতিদের খেয়ালী আলপনা--আজ কোনোদিকেই তাকাবার জো নেই তার। কেন না, জীবনের যে-তুফান মেল ছুটে চলেছে অবিরাম, সবার আগে তাতে উঠে বসতে হবে যে !! আপনভোলা ছেলেটির মতো পাখির গান শোনার জন্য উৎকর্ণ-উদাসীন হয়ে থাকলে, কোনোদিনই তার টার্গেটে পৌছানো হবে না !

কিন্তু 'টার্গেট' কী ? কোথায় গন্তব্য আমাদের ? আমাদের মূল্যবান শৈশবকে বাজি রেখে আমরা কি কোনোদিন পেয়ে যাবো আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ ? সকলের জন্য মোটামুটি সমদূরত্বে গোলপোস্টটি তো বাঁধা। তারপর তো আর কিছু নেই ভাই। হাঁফিয়ে-ঝাঁপিয়ে ছুটে ছুটে গিয়ে এমন কি পরম প্রান্তি তার ঘটবে, যা দিয়ে পারমার্থিক সাফল্য আসবে ? তাহলে, আমাদের নিজেদের অপূর্ণ বাসনার চরিতার্থতা ঘটাতে তাদের অমূল্য 'অবুঝ' 'সবুজ' শৈশব কেড়ে নেবার অধিকার আমাদের কে দিয়েছে ? সন্তান আমাদের, কিন্তু জীবনটা তো তাদের ! এবং সে-জীবন একটাই। সেই জীবনকে দ'লে পিষে তার সবুজের নির্যাসটুকু যদি আমরা নিঙড়ে নিই, তাহলে বাকি জীবন যে-ছিবড়েটুকু পড়ে থাকে, তার কাছে আমরা কী আশা করতে পারি ? আজকের 'শৈশবহীন শিশুরা' হয়তো একদিন রোবটের মতো ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হয়ে উঠবে, কিন্তু 'সম্পূর্ণ মানুষ' হয়ে উঠবে না। স্বাভাবিক কারণেই তারা আমাদের ঠিকানা ঠিক ক'রে রাখবে স্বজনহীন ব্রদ্ধাশ্রমে !!

১৪ই নভেম্বর শিশুদিবস। আসুন, শুধুমাত্র শুষ্ক আনুষ্ঠানিকতায় এই দিনটিকে উদ্‌যাপন না ক'রে, প্রত্যেক বাবা-মা তার শিশু সন্তানটির জন্য আবার নতুন করে ভাবি। হাইটেক যুগের যন্ত্রযন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে তাদের কাছে আবার ফিরিয়ে দিই হাস্যময় দুরন্ত শৈশব। শুকনো পুঁথির পাতা তাদের ছোট্ট মস্তিষ্কে ঠেঁসে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা না করে, তাদের সরল দুটি চোখে ভালোবেসে এঁকে দিই সবুজ স্বপ্নের মায়াকাজল !!!

'বাসে ভরা ফুল, রসে ভরা ফল' তার চরিত্র হারাচ্ছে

কল্যাণকুমার পাল

এই ধরণীর মাটি সুস্নিগ্ধ। এখানে কত যে ফুল ফোটে গাছে গাছে, কত যে ফল ধরে ডালে ডালে তার ইয়ত্তা নেই। উদার আকাশে পাখি গান গায়--ফুলের গন্ধে মৌমাছি আসে দলে দলে। ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের বসুন্ধরাকে কবি-মন আকৃষ্ট করেছে যুগে যুগে। আর এই সুন্দর পৃথিবীকে নিয়ে যে কত কবিতা, কত গান লেখা হয়েছে তার শেষ নেই। এই ধরণীর 'বাসে ভরা ফুল, রসে ভরা ফল'--কবিকে ডাক দিয়ে গেছে বার বার। রূপসী বাংলা তার রূপে রসে গন্ধে শুধু কবি মনকে নয় সাধারণ মানুষকেও মাতিয়ে তুলেছে। প্রকৃতি যেন তার ডালায় অপরূপ রূপে ফুল ও ফল, সব্জী, শস্যকণা প্রভৃতি থেকে মানুষ যেমন পরম তৃপ্তির রসনার স্বাদ পেত তেমনি এদের রস, গন্ধও ছিল অতুলনীয়।

কিন্তু বর্তমানে এই ধরণী থেকে ফুলের গন্ধ, ফলের স্বাদ হারিয়ে যাচ্ছে--হারিয়ে যাচ্ছে শাকসব্জী, শস্যকণার আসল স্বাদ। কবি বলেছেন--"ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না একলা জেগে রই।" কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে এখন ফুল ফোটে--তবু আগেকার মতো ফুলের গন্ধ নেই কিংবা থাকলেও অতি সামান্য। ধীরে ধীরে কমে আসছে সমস্ত ফুলেরই গন্ধ। পনের-কুড়ি বছর আগে খাসা-ধান চাল করার জন্য সিদ্ধ করার সময় বাতাসে ছড়িয়ে যেত তার সৌরভ। এখনো সেই খাসা ধান আছে--কিন্তু সিদ্ধ করার সময় কোন সুঘ্রাণ বের হয় না। আগে খাসা-চালের ভাতে একটা আলাদা স্বাদ ছিল--এখন তা অবলুপ্তির পথে। টম্যাটো, বেগুন, পটল, মূলো, ঢ্যারস, কপি প্রভৃতি সব্জীর আর আগেকার স্বাদ নেই। বাজারে যখন প্রথম সোয়াবীন বড়ি প্যাকেটে আসে তাতে অনেকেই মাংসের স্বাদ পেয়েছিল--এখন সোয়াবীন বড়ি পানসে হয়ে গেছে। স্বাদ ও গন্ধ হারিয়েছে ইলিশ মাছও। আগে একটা ইলিশ মাছ রান্না হলে পাড়ার লোক বুঝতে পারত ইলিশ মাছ রান্না হচ্ছে। এখন সেই গন্ধ নেই--এমন কি স্বাদও নেই।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধ ব্যবহারের ফলে শাকসব্জী, শস্যকণা প্রভৃতি থেকে তার আসল স্বাদ হারিয়ে যাচ্ছে। পরিবেশ দূষণও তার অন্যতম আরেকটি কারণ। তাই প্রকৃতির প্রতিশোধ নেমে আসছে এই ধরণীর "বাসে ভরা ফুল ও রসে ভরা ফলে।"

নির্যাতিতা ..... (১ পাতার পর)

কথা ভেবে শ্বশুর বাড়ীর সব অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করি। দৈনন্দিন অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ৩০-৫-১৪ রাত ৯.৩০ নাগাদ ভাগীরথী ব্রীজ থেকে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে যাই। মাঝি মাল্লাদের তৎপরতায় সে যাত্রা প্রাণে বেঁচে যাই। আমার স্বামী বাড়ী ভাড়া করে পৃথকভাবে আমাকে নিয়ে সংসার শুরু করবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাকে বাবার বাড়ী থেকে ওদের বাড়ীতে নিয়ে আসে। আমাকে ভাঁওতা দিয়ে নিয়ে এসেছে পড়ে জানতে পারি। জানতে পারি স্বামী পরিত্যক্তা ননদ মৌসুমীর সঙ্গে আমার স্বামীর অবৈধ সম্পর্কের কথা। এই জঘন্য ঘটনার প্রতিবাদের পর শাশুড়ী দুবেলা ঠিকভাবে ভাত না দিলেও রাতে ঘুমের ট্যাবলেট মিশিয়ে এক কাপ দুধ দিতে ভুলতো না। এই পরিস্থিতিতে ২৯-৬-১৪ রাতে ঘরের দরজা বন্ধ করে ওরা আমার গলায় ওড়নার ফাঁস দিয়ে হত্যার চেষ্টা করে। আমার আকুল চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে আমাকে উদ্ধার করে। এরপর আমি বাধ্য হয়ে বাবার বাড়ীতে ফিরে আসি। ৩০-৬-১৪ রঘুনাথগঞ্জ থানায় শ্বশুরবাড়ীর অত্যাচারের কথা লিখিত জানাই। কিন্তু দীর্ঘ দিন চলে গেলেও এর কোন প্রতিকার হয়নি। অপরাধীরা দিব্যি আছে। এ প্রসঙ্গে আই.সি.সৈয়দ রেজাউল কবীর জানান, অভিযোগ তদন্ত করে চার্জশীট কোর্টে পাঠিয়েছি। সুপ্রিম কোর্টের নয়া নির্দেশে বধূ নির্যাতনের অপরাধীদের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপরাধী সাব্যস্ত করা যাবে না। তাই সময় লাগবেই।

গুজব

মানিক চট্টোপাধ্যায়

সামাজিক মনোবিজ্ঞানে বলা হয়েছে--জনমনের উপর যে সব ঘটনার তীব্র অথচ ক্ষণস্থায়ী প্রভাব থাকে তাদের মধ্যে 'গুজব' হল অন্যতম।

মনোবিজ্ঞানী ইয়ং বলেছেন-- 'Rumour is a special kind of suggestion, a story about some read or fictitious person, or event which grows as it spreads.' তাই গুজবের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর দ্রুত প্রসার লাভ। লোকের মুখে গসিপের আকারে প্রচারিত হতে থাকে। চিঠিপত্র/টেলিফোন/রেডিও/দূর দর্শন/ সাময়িক পত্রিকা-বর্তমানে ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদির মাধ্যমেও গুজব ছড়িয়ে পড়ে। গুজবের কাহিনী বা ঘটনা মানুষ কতটা বিশ্বাস করবে তা নির্ভর করে সেই ঘটনা বিশেষ ভঙ্গিমার পরিবেশনের উপর। গুজবের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং তার দ্রুত প্রসার নির্ভর করে দুটি মনোভাবের উপর। (এক) গুজব যারা শোনে তাদের নিকট বিষয়বস্তুর গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা। (দুই) যে বিষয় সম্বন্ধে তারা গুজব শুনছে সে সম্বন্ধে তাদের তথ্যগত জ্ঞানের অভাব।

২৫ অক্টোবর, ২০১৪। ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার সকাল। অন্যদিনের মত যথারীতি পাম্প চালিয়ে স্নানের জল--খাবারের জল তুলেছি। তারপর বাজার ফিরেই গিন্নির ব্যাকুল প্রশ্ন। 'বাজারে কিছু শুনেছ ? ভয়ানক ঘটনা ঘটেছে। পৌরসভার জলের ট্যাঙ্কে গতরাত্রে কারা বিষ মিশিয়েছে। শয়ে শয়ে লোক হাসপাতালে। চারিদিক পুলিশে ছয়লাপ।' চমকে উঠলাম। শান্তভাবে উত্তর দিলাম : 'কিছু সেরকম শুনিনি। আগে জেনে নিই কী ঘটনা ঘটেছে।'

ফাঁসিতলা নিবাসী আমার এক প্রিয়জনকে মোবাইলে ধরলাম। ঘুম জড়ানো গলায় জানাল : 'দাদা, আমি সকালে পৌরসভার জল খেয়েছি। মারা যায়নি। তবে একটা ঘটনা ঘটেছে। জঙ্গীপুর পাড়ে নাইট গার্ডকে বেঁধে কারা নাকি ট্যাঙ্কির কাছে পৌছবার চেষ্টা করে ছিল। বিষ মেশাতে কেউ দেখেনি। সবই অপপ্রচার। গুজব। এছাড়া রঘুনাথগঞ্জে জলের ট্রিটমেন্ট তো ভিন্ন।' ঠিকই তো। ফোনটা আমি কেটে দিলাম।

বেলা এগারোটা। হরিসভায় আমার বড়দির কাছে ভাইফোঁটা নিচ্ছি। 'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা/যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা।' দিদি বিড় বিড় করে বলছেন। মাথায় ধান-দুর্বা। সামনে মুখরোচক খাবার। তার পাশে কাঁচের গ্লাসে টলটলে জল। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। জিজ্ঞেস করলাম : 'আজ জঙ্গীপুরে সকালে জল দিয়েছে ?'

উত্তরে দিদি সেই ঘটনাটাই জানালো। বলল--জল বন্ধ। ট্যাঙ্কি থেকে সব জল ফেলে দেওয়া হয়েছে। জলে বিষ মেশানো হয়েছে কীনা সেটা প্রমাণের জন্য জলের নমুনা কোলকাতায় পাঠানো হয়েছে। এই জল আমার আগের তোলা।' উত্তর না দিয়ে নীরবে খাবারগুলো খেলাম। কিন্তু জল খেলাম মাত্র দু'চুমুক। ভয়টা যায়নি। কারণ জলটা জঙ্গীপুরের। জলের অপর নাম জীবন।

দুপুরের খাওয়া দাওয়া সারা। অবশ্যই দিদির বাড়িতে। দিদির হাতের রান্না। খেলাম তৃপ্তি করে। কিন্তু জলের সাথে আড়ি। দিদির বাড়ি থেকে ফেরার সময় কিছুক্ষণ হরিসভায় দাঁড়ালাম। নিশুম্ভ পতনের মত গাছের ভগ্নস্তূপ। রিক্সায় করে পরিচিত জনেরা খাবার জল কিনে নিয়ে যাচ্ছে। পাড়ার টিউবওয়েলগুলো এখন বড় ব্যস্ত। বালতি-কলসীতে খাবার জল। এখানেই দেখা হয়ে গেল পৌরসভার এক পরিচিত কর্মীর সঙ্গে। তার কাছে সব ঘটনাটা আবার জানলাম। তাকে বলে ফেললাম 'সকাল থেকে যদি এপার ওপার জুড়ে একটা নিবিড় প্রচার চলতো তাহলে এতটা গুজব বোধ হয় ছড়াতো না।' পরে অবশ্য প্রচার হয়েছিল। তবে দেরীতে। এখন প্রশ্ন হল, গুজব প্রচার করে প্রচারকারীদের কী কোন বিশেষ ইচ্ছা পূর্ণ হয় ? গুজবের মনোস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, গুজব প্রচারকারীর মনের অবদমিত বাসনা ও আবেগ প্রকাশের সুযোগ খোঁজে। যেমন কোন ব্যক্তি কাওকে হিংসা করে। কিন্তু তার সেই মানসিকতা প্রকাশ করতে সে সঙ্কোচ বোধ করে। তখন সে তার অপছন্দের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে মিথ্যা গুজব প্রকাশ করে তৃপ্তি লাভ করে। এখানে বিজ্ঞানের প্রভাবে প্রকৃত ঘটনা চাপা পড়ে যায়, কৃত্রিম অস্পষ্টতার সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে গুজবের সুবিধা হয়। গুজব যখন ছড়িয়ে পড়ে, তখন সত্য-মিথ্যা ভেবে দেখার মত মানসিক অবস্থা থাকেনা। সমষ্টিগত মন তখন ব্যক্তিমনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। গুজব তাই সমাজের এক সমস্যা। সমাজের এক ব্যাধি। গুজবের প্রতিরোধ একমাত্র লাগাতার দ্রুত সত্য সংবাদ প্রচার।

হেমন্ত ..... (২ পাতার পর)

হেমন্তের আসা আর যাওয়া। প্রায় অ-লক্ষ্যে, নিঃশব্দ লাজুক পায়ে। কাউকে কোনও রকম জানান না দিয়েই।

এই এক ঋতু--যার অস্তিত্ব প্রায় বোঝাই যায়না, টেরই পাওয়া যায় না, কখন আসে, কখন চ'লে যায়। শরত আর শীতের মাঝখানে একটা তুচ্ছ হাইফেনের মতো প্রায় চোখে-না-পড়া তার অস্তিত্ব !

আসলে হেমন্ত হ'ল শীতের ডাকহরকরা। চিঠি হাতে পেলে পোষ্টম্যানকে কে আর মনে রাখে ? তেমনই শীতের চিঠি যে বিলি ক'রে যায়, সেই হেমন্তকেই বা লোকে মনে রাখে কতটুকু ? মসলিনের মতো অতি সূক্ষ্ম বুনুনিতে অ-দৃশ্য প্রায়। থেকেও যেন সে নেই !

ভাগীরথীর ধার বরাবর ধনপতনগরের দিকটায় প্রাতঃভ্রমণকারীদের ভিড় নিত্য চোখে পড়ার মতো। তাঁরাও এখন গায়ে হাল্কা চাদর জড়াচ্ছেন, গলায় মাফলার। নদীর বুক থেকে ধেয়ে আসা ফিনফিনে হাওয়ার কাঁপন রয়েছে যে ! আরামদায়ক কিন্তু ঠাণ্ডা লাগার সম্ভাবনাও বড় কম নয় ! বিশেষ ক'রে প্রবীণ ব্যক্তিদের।

সেই কথাটাই সেদিন বলছিলেন কেদার দাদু কী ভায়া ! অক্টোবর শেষ হ'তে-না- হ'তেই কেমন শীত পড়ে গেল না ? অন্তত সকালের দিকটা বেশ মালুম হচ্ছে শীতটা। কী বল ?

আসলে এটা শীত নয় হেমন্ত। কেদার দাদু উকিল মানুষ। বাংলা মাসের হিসেব রাখেন না। কার্ত্তিক মাসটা সবে পড়েছে। বাজারে তিের আনাজপত্র আসতে শুরু করেছে। ফুলকফি, বাঁধাকফি, মূলো, টমাটো, মটরশুঁটি। হেমন্তর হাত ধ'রে বাঙালির রসনাতেও এবার স্বাদ বদলের পালা। এরই মধ্যে বর্ষার ইলিশের দেখা পাওয়া গেল হঠাৎ। আটশো টাকা কিলো। অ-কালের ইলিশ ? কিন্তু বর্ষাও তো ইদানিং তার এলাকা ছেড়ে ক্রমশই ঢলে পড়ছে আশ্বিনের দিকে। ঋতুচক্রের এই অ-স্বাভাবিক পরিবর্তন জলচরদের জীবনচক্রেও প্রভাব ফেলছে নাকি ! হয় তো বা ! না হলে এখন তো ইলিশের দেখা পাওয়ার কথা নয় !

সে থাক্। আজ সকালে ভারি সুন্দর রোদ উঠেছে কিন্তু। নিকনো-দরাজ আকাশে মেঘের লেশ মাত্র চিহ্ন নেই। গৃহিণীকে দেখলাম্ ভীষণ ব্যস্ত। তোরঙ্গ থেকে শীতবস্ত্রগুলো বার করে একটা-একটা ক'রে রোদ্দুরে দিচ্ছে। জিজ্ঞেস করাতে বললে বাঃ ! শীত আসছে না ! তোমার তো আবার ঠাণ্ডার ভাত। চাদর বার ক'রে রাখলাম ! গায়ে দিয়ে মর্নিং ওয়াকে বেরবে।

--'এখন আবার শীত কোথায় ? এটা তো--'

--'হ্যাঁ ! তাই বটে ! পনের দিন বিছানায় প'ড়ে কী রকম ভুগিয়েছিলে আমায় ?'

গিন্নিকেও বোঝানো দায় হল, এখন শীত নয় হেমন্ত। ঠিকই। ভোরের দিকটাই হিমেল হাওয়া বইছে। ঘাসে-ঘাসে শিশির পড়ছে। সূর্য্যিদেবের আড়ামোড়া ভাঙতে কিঞ্চিৎ দেরি হ'য়ে যাচ্ছে। ঘরে-ঘরে জ্বর-জ্বালা, সর্দি-কাশি।

তবু--তবু-এটা শীত নয়--হেমন্ত। শীতের ছদ্মরূপের আড়ালে সহজে যাকে চেনা যায় না। আর এই চেনা-অ-চেনার ভানে, সবার নজর এড়িয়ে চুপিসারে যে আসে, আর চ'লে যায়, সে আর কেউ নয়--ওই হেমন্ত।

আবার এই হেমন্তেই ঘরে-ঘরে লক্ষ্মী ওঠে অগ্রাহয়ণ মাসে (আগে যে মাস দিয়ে বছর শুরু হত) ? নবান্ন হয়। শীতের যে-মৃত্যুকল্প উদাসীন রিক্ততা--তা হেমন্তর নেই, ঘরে ঘরে ধান ওঠার মধ্যেই তা স্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথের গানে নজর কাড়া বর্ষার আধিক্য/ অন্যান্য ঋতুর প্রতিও যথেষ্ট সুবিচার করেছেন কবি। ব্যতিক্রম শুধু হেমন্ত। সেখানে কবি বড় স্বল্প বাক্।

দেশে সম্প্রীতি আনতে সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় ও নাশকতামূলক কাজের প্রতিবাদে ৩১ অক্টোবর জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাইমাদ্রাসা চত্বরে বামফ্রন্টের এক সভা হয়। সেখানে বর্ধমান কাণ্ডের ধিক্কার জানিয়ে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সিপিএম রাজ্য কমিটির সদস্য মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, মুর্শিদাবাদের সাংসদ বদরুদ্দোজা খাঁন, জানে আলম, কবীর সেখ, সাহাদাত হোসেন প্রমুখ।

সভাপতি ..... (১ পাতার পর)

এবং সি.পি.এমের নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রতিনিধি ও কর্মী মঞ্জুরের নেতৃত্বে ৬ নভেম্বর সুজাপুর প্রাইমারী স্কুল মাঠে এক অনুষ্ঠানে সুলতান আমেদ, শম্ভুদেব পণ্ডা, মান্নান হোসেনের উপস্থিতিতে তৃণমূলে যোগ দেবেন মঞ্জুর বলে জানা যায়। নতুন জেলা কমিটিতে একমাত্র সুব্রত সাহা ও উৎপল রায় রয়েছেন। হুমায়ন ও মহম্মদ আলির জায়গা হয়নি। কান্দির উজ্বল মণ্ডলকে কার্যকরী সভাপতি এবং মান্নান পুত্র সৌমিক হোসেনকে অন্যতম সহ-সভাপতি ও উৎপল পালকে অন্যতম সাধারণ-সম্পাদক করা হয়েছে। জঙ্গিপুর এলাকার দায়িত্ব থেকে বাদ পড়ছেন গৌতম রুদ্র। ঐ দায়িত্ব পাচ্ছেন অমরনাথ চ্যাটার্জী। নতুন কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত ব্লক ও অঞ্চল কমিটি বাতিল করা হয়েছে। অভিষেক ব্যানার্জী ডোমকলে আসছেন ১১ অক্টোবর।

রান্নার সিলিণ্ডার .. .. (১ পাতার পর)

ডেলিভারীতে এই ধরনের অব্যবস্থার কথা ডিষ্ট্রিবিউটরকে জানিয়েও কোন প্রতিকার হচ্ছে না। বিলি বণ্টনে এলোমেলোর মধ্যে সিলিণ্ডারের দামও তিন টাকা বেড়ে গেলো।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানানো যাইতেছে যে, অত্র রঘুনাথগঞ্জ থানার অধীন চাঁদপুর সাকিমের মৃত খাদিকুল ইসলামের পুত্র সফিকুল আলম ও তাহার স্ত্রী ও অপরাপর ওয়ারিশগণ এবং ঐ একই সাকিমের মৃত কলিমুদ্দিন বিশ্বাসের সর্বোপরি সেকেন্দার বিশ্বাসের ও ওয়ারিশগণ মাননীয় জঙ্গিপুর সহকারী জিলা জজ আদালতে বিভাগবণ্টনের প্রার্থনায় ৭৬/২০০৯ নং এস পার্টিশন মোকর্দ্দমা কৃষ্ণশাইল সাকিমের আব্দুর রহমান সেখের পুত্র মোঃ জলিম সেখ চাঁদপুর সাকিমের জালালউদ্দিনের পুত্র ইসমাইল হক, আব্দুল বারির পুত্র আনোয়ারুল হক, আমিনুল ইসলামের পুত্র আব্দুর রসিদ, লোকমান বিশ্বাসের পুত্র জাহিরুদ্দিন আহমেদ এবং মহালদারপাড়া তেঘরী ও কৃষ্ণশাইল সাকিমের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি লইয়া আনয়ন করিলে তাহাতে নিষেধাজ্ঞার আদেশসহ পেণ্ডিং আছে। এক্ষণে কতিপয় বিবাদী উক্ত নালিশী এজমালী সম্পত্তি বেআইনীভাবে হস্তান্তর করিতে উদ্যত হইয়াছেন প্রকাশ পাইতেছে। বাদী বা বিবাদী কেহই উপরে উল্লিখিত বিভাগ বণ্টনের মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি না হওয়া কালতক্ কোনো ব্যক্তিকে তাহা কোনোভাবেই আইনতঃ হস্তান্তর করিতে বা কোনো ব্যক্তি খরিদ করিতেও অধিকারী নহেন। এতদসত্বেও তাহা করিলে কোনো পক্ষই দায়ী থাকিবেন না। ক্রেতা নিজ দায়িত্বেই তাহা খরিদ করিবেন। নিবেদন ইতি--৩১/১০/১৪

তপশীল

জেলা মুর্শিদাবাদ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজা ৮৯ নং "রামপুর"

খতিয়ান	দাগ নং	রকম	পরিমাণ
সি.আর.এস. ১০১	৫২৭	বিল	২.২২ শতক
৩৬৯ ,এল.আর ৮০৭	৫২৮	আউশ	২.৪০ শতক

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।